দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২৪।৭।৭৯ ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ৫ ...

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বৃহস্পতিবার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খৃষ্টান শিক্ষক শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন।

# প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক: শাহ

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেছেন, পরবর্তী পাঁচসালা পরিকল্পনা মেয়াদে দেশে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্কীমটি একটি জাতীয় আন্দোলন এবং সরকারের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বাস্তবায়িত করা হবে যার উদ্দেশ্য হল প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।

বাসস'র খবরে প্রকাশ, শাহ আজিজুর রহমান বৃহস্পতিবার স্কুলে বাংলাদেশ জাতীয় চার্চ পরিষদ আয়োজিত খৃষ্টান হাইস্কুলগুলোর শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করছিলেন। তিনি বলেন, সরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকলের শিক্ষা গ্রহণকে উৎসাহিত করেন লের শিক্ষা গ্রহণকে উৎসাহিত করবেন তবে উচ্চশিক্ষা অবশ্যই বাছাইয়ের ভিত্তিতে হতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আধুনিক জীবন ও সভ্যতার প্রয়োজন মেটানোর জন্য সরকার দেশে একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন। তিনি উল্লেখ করেন, ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভালো দিকগুলোকে রক্ষা করা হবে এবং খারাপ দিকগুলোকে বাদ দেয়া হবে।

শাহ আজিজ বলেন, সরকার ডঃ কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন ও আধুনিকায়ন করেছেন। এখন সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রমের পরিবর্তন

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

## শাহ

(প্রথম পৃঃ পর)

ও আধুনিকায়ন করা হচ্ছে এবং অবশিষ্ট শ্রেণীগুলোর ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন আনা হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং সেই কারণে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে। তিনি বলেন, ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে একজন সাচ্চা মানুষ হতে এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তাকে পাপকর্ম থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে।

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাঙ্গনে শৃংখলা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং ছাত্ররা যাতে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করতে পারে তার সুযোগ বাড়ানো হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, ঔপনিবেশিক শাসনের জের হিসেবে সরকার শিক্ষাখাতের ব্যয়ভার বহন করছেন। অথচ আধুনিক সমাজে শিক্ষার ব্যয় সাধারণত জনসাধারণই বহন করে থাকেন।

তিনি বলেন, দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ই স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। তা সত্ত্বেও এগুলোর ব্যয় সরকারকে বহন করতে হচ্ছে।

শাহ আজিজ জানান যে, সরকার দেশের ৪৫ হাজার অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটির জন্যে মাসে আড়াই হাজার টাকা ব্যয় করছেন।

দেশের শিক্ষাখাতে খৃষ্টান সমাজের অবদানের প্রশংসা করে তিনি তাদেরকে পল্লী এলাকায় সরকারের গণসাক্ষরতা অভিযানে শামিল হওয়ারও আহ্বান জানান।